[illegible]

[[illegible] – Bengali – بنغالي]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]

[illegible] : [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2014 - 1436

IslamHouse.com

﴿ الإخلاص ﴾

« باللغة البنغالية »

عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1436 - 2014

IslamHouse.com

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آل وصحبه وسلم. وبعد:
দীন ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি হলো , সব কাজে ইখলাস বাস্তবায়ন করা এবং ইখলাসের বিপরীত যা কিছু আছে যেমন : লৌকিকতা, সুনাম সুখ্যাতির প্রত্যাশা , অহমিকা ইত্যাদি বর্জন করা।

আল্লাহ জনৈক আলেমের উপর রহমত নাযিল করুন যিনি বলেছেন : "আমি মনে করি , যেসব ফকিহ মানুষকে মাকাসিদুশ শরি 'আহ তথা শরি 'আতের বিধিবিধানের লক্ষ্য -উদ্দেশ্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন , তারা যদি ইখলাস ব্যতীত মানুষকে এগুলো শিক্ষা দিয়ে থাকেন তবে তাদের সেসব কাজ বিফলে যাবে , কোনো সাওয়াব হবে না "।

অন্তরের কাজের গুরুত্ব :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা 'আতের মতে ঈমান হলো: মৌখিক স্বীকৃতি , আন্তরিক বিশ্বাস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। বান্দাহর আমলের কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের কারণে ঈমানের ঘাটতি দেখা দেয়।

ঈমানের পরিচিতির মধ্যে বান্দাহর অন্তরের কাজসমূহের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ইখলাস। বরং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের চেয়ে অন্তরের কাজ নিশ্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরের কাজের দ্বারাই বান্দাহর ঈমান ও কুফুরীর মাঝে পার্থক্য করা হয়। আল্লাহকে সিজদাকারী আর মূর্তিকে সিজদাকারী উভয়েই একই কাজ সম্পাদন করেছে , কিন্তু অন্তরের নিয়্যাতের

ভিন্নতার কারণে একজন ঈমানদান আরেকজন কাফির।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. অন্তরের আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, “এটা ঈমানের মৌলিক উসুল ও দীনের অন্যতম মূলনীতি। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠা, তাঁর শুকরিয়া আদায়, তাঁর ফয়সালায় ধৈর্য ধারণ করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে আশাবাদী হওয়া ও এরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ।
সম্মানিত আলেমগণের ঐক্যমতে উপরোক্ত কাজসমূহ সব সৃষ্টির উপর ফরয। মানুষ এতে তিন শ্রেণির। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার তাদের কেউ কেউ কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।
নিজের প্রতি যুলুমকারী হলো আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী বা নিষিদ্ধকাজে লিপ্তকারী।
আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হলো আল্লাহর ফরয আদেশমান্যকারী ও হারাম বর্জনকারী।
অন্যদিকে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী দল
হলো বান্দাহর উপর ফরযকৃত কাজসমূহ পালনের সাথে সাথে মুস্তাহাব কাজসমূহও পালন করা এবং হারাম কাজ বর্জনের সাথে সাথে মাকরূহ কাজসমূহও বর্জন করা। যদিও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ও কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী

[illegible][1]

[illegible][2]

[illegible]

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ "

[illegible]

[1] [illegible]

[2] [illegible]

[illegible] ‘[illegible] “[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]”[3]

[illegible]:

[illegible],
[illegible], [illegible],
[illegible],

هـذا الشـيء خـالص لـك: أي لا يشـاركك فيه غـيرك والخـالص من الألـوان عنـدهم ما صـفا ونصـع. ويقولـون خالصة في العشرة: صافاه

“[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible][4]

[illegible],

﴿وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

“[illegible]”
[[illegible]: [illegible]-[illegible]: [illegible]]

‘ [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

---

[3] [illegible], [illegible]

[4] [illegible], [illegible]

কোনো ফায়েদা কামনা বা দুনিয়াবী কোন ক্ষতি থেকে রক্ষার কোনো আশা না করা।

5

সাহল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, বান্দাহর স্থিরতা, নড়াচড়া সব কিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার নাম হলো ইখলাস।
কেউ কেউ বলেন, অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালি করাকে ইখলাস বলে। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোনো ব্যস্ততা না রাখা। আর এটা সর্বোচ্চ দরজার ইখলাস।

6

আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হলো সৃষ্টজগতের কারো পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার ভয় না করে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা।
হারওয়ী রহ. বলেন, ইখলাস হচ্ছে, (শির্ক, বিদ‘আত ইত্যাদির) সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত থেকে পরিচ্ছন্ন আমল করা।
কেউ কেউ বলেন, মুখলিস হলো যিনি তার অন্তরের সঠিকতা ও সততার জন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে মানুষের সম্মান বা অসম্মানের কোনো পরোয়া করেন না। তার আমলের সামান্য পরিমাণও মানুষের কাছে প্রকাশ করেন না।
আবু আব্দুল্লাহ তুসতারী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, “কোন জিনিসটি নফসের সবচেয়ে বেশি কঠিন? তিনি বললেন, ইখলাস; কেননা এতে নফসের কোনো অংশ নেই”।

5 মাজমু ‘উল ফাতাওয়া, ১১/৮১।
6 মাকাসিদুল মুকাল্লিফীন, পৃষ্ঠা ৩৫৮।

[illegible] “[illegible]”[7]

[illegible]

[illegible]:

[illegible],

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥ ﴾ [البينة: ٥]

“[illegible] ‘[illegible]”। [[illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿ قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١ وَأُمِرۡتُ لِأَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٢ ﴾ [الزمر: ١١، ١٢]

“[illegible], ‘[illegible]’। [illegible]

[7] [illegible]

[illegible]”। [illegible: [illegible]-[illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible],

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ٣﴾ [الزمر: ٣]

“[illegible], [illegible] ‘[illegible] ‘[illegible], [illegible]’ [illegible], [illegible]”। [illegible-[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢﴾ [الملك: ٢]

“[illegible], [illegible], [illegible]”। [[illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ٥١﴾ [مريم: ٥١]

“[illegible]”। [[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦۖ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٢٤﴾ [يوسف: ٢٤]

“[illegible]”। [[illegible]: [illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿قُلۡ أَتُحَآجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ وَلَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُخۡلِصُونَ ١٣٩﴾ [البقرة: ١٣٩]

“[illegible], ‘[illegible]? [illegible]”। [[illegible] [illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible],

حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ

لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِـهِ السُّـفَهَاءَ أَوْ يَصْـرِفَ بِـهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ»

[illegible] “[illegible]”[8]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًـا مِنَ الـدُّنْيَا، لَمْ يَجِـدْ عَـرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا

[illegible] “[illegible]”[9]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّـرَكَاءِ عَنِ

[8] [illegible]

[9] [illegible]

الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْـرَكَ فِيـهِ مَعِي غَيْـرِي، تَرَكْتُـهُ وَشِرْكَهُ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে আমি তাকে ও তার শির্ককে প্রত্যাখ্যান করি”।[10]

ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সহীহভাবে করো। তাঁকে বলা হলো, হে আবু আলী, "أخلصه وأصوبه". এর অর্থ কি? তিনি বলেন, কোনো আমল যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হয় কিন্তু তা যদি সহীহভাবে না করা হয় তবে তা কবুল করা হবে না। আবার কাজটি যদি সঠিকভাবে করা হয় তবে তাতে যদি ইখলাস না থাকে তবে তাও কবুল করা হবে না। আমলটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ও সহীহভাবে করতে হবে। খালিস হলো আল্লাহর জন্য হওয়া আর সাওয়াব মানে সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা।[11]

আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧﴾ [المائدة: ٢٧]

“আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন”। [আল-মায়েদা: ২৭]

---

[10] মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৫।

[11] মিনহাজুস সুন্নাহ, ৬/২১৭।

[illegible]

[illegible][12]

[illegible]

[illegible]:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ثُمَّ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ

[12] [illegible]

بِطَاقَـةٌ فِيهَا: أَشْـهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُـرْ وَزْنَـكَ، فَيَقُـولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَـذِهِ السِّـجِلَّاتِ، فَقَـالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَـالَ: «فَتُوضَـعُ السِّـجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَـةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَـةُ، فَلَا يَثْقُـلُ مَـعَ اسْـمِ اللَّهِ شَيْءٌ»

[illegible]

[illegible][13]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»

[illegible]

[13] [illegible]

[illegible][14]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْـنَ شَـوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»

[illegible][15]

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَـرِفُ مِنْ صَـلَاتِهِ ، وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسُهَا أَوْ خُمْسُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا "

[illegible][16]

[14] [illegible]
[15] [illegible]
[16] [illegible]

আবার ইখলাসের অভাবে অনেক বড় কাজও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ "

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে এবং তাকে যে সব নিয়ামত দেওয়া হয়েছিল তাও তার সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তা ‘আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যে সব নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন : তুমি

মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এ জন্য জিহাদ করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, সে ইলম অর্জন করেছে, তা লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেওয়া নিয়ামতের কথা তার সামনে তুলে ধরা হবে, সে তা দেখে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বা বিদ্বান বলবে, এবং কুরআন এ জন্যে পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে অজস্র ধন- সম্পদ দান করা হয়েছে এবং নানা প্রকারের সম্পদ দেওয়া হয়েছে। তাকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন

কোনো খাত আমি বাদ আমি বাদ দেইনি বরং সেখানেই খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলবেন , তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ জন্যেই দান করেছ যে , লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ”[17]

ইখলাসের স্তরসমূহ :

প্রথম স্তর : আমলের মধ্যে লৌকিকতা বর্জন করা ও তা আল্লাহর দয়ায় ও তাওফিকে হয়েছে বলে মনে করা , প্রতিদান না চাওয়া এবং আমলের কারণে আত্মসন্তুষ্ট না হওয়া ; বরং নিজের অক্ষমতা ও স্বল্পতার জন্য সর্বদা লজ্জিত থাকা।

প্রথমত আমলটি আল্লাহর রহমত ও তাওফিকে হয়েছে তার দলিল হলো আল্লাহর বাণী ,

﴿ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ أَبَدٗا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُۗ ١ ﴾ [النور : ٢١]

“আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত , তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না ; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ”। [সূরা আন্ -নূর : ২১]

দ্বিতীয়ত : আমলকারীর মনে রাখা উচিত যে সে আল্লাহর একজন দাস। আর দাস যা করে তার বিনিময়ে মনিবের কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে পারে না।

---

[17] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৯০৫।

[illegible]: [illegible]
[illegible]
[illegible]: [illegible], [illegible],
﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ٦٠﴾ [المؤمنون : ٦٠]
“[illegible]-[illegible], [illegible]” [illegible] [illegible]-[illegible]: [illegible]]
[illegible]
[illegible]: [illegible], [illegible][18]

[illegible]:

[illegible]
[illegible]- [illegible]
[illegible]- [illegible],
﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

---
18 [illegible]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا
تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرًا
وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٤٧ [الانفال: ٤٥، ٤٧]

“[illegible]

□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□”□ [□□□□□ □□- □□□□□□: □□-□□]

□- □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□,

﴿ وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦۖ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٢٤ ﴾ [يوسف: ٢٤]

“□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□”□ [□□□□□: □□□□□□: □□]

□□□□□□□ □□□□ □□□□□,

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٤٠ ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠]

“□□ □□□□, ‘□□ □□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□) □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□’□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□”□ [□□□□□: □□-□□□□□: □□-□□]

□- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□‘□□□□ □□□□ □□□□□

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ

أَحَــدٌ أَوَّلُ مِنْــكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِــكَ عَلَى الحَــدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَـوْمَ القِيَامَـةِ مَنْ قَـالَ: لاَ إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ "

[illegible] ‘[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]! [illegible]? [illegible], [illegible]! [illegible] “[illegible]”[illegible][19]

[illegible]- [illegible], [illegible]

[illegible]:

[illegible]: [illegible],

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٢٤ [يوسف: ٢٤]

---

[19] [illegible], [illegible]

“আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল , আর সেও তার প্রতি আসক্ত হত , যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই , যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ”। [সূরা : ইউসুফ : ২৪]

মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা :

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ٥١ ﴾ [مريم: ٥١]

“আর স্মরণ কর এই কিতাবে মূসাকে। অবশ্যই সে ছিল মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল , নবী ”। [সূরা মারইয়াম : ৫১]

আবূ সুলাইমান আদদারানী রহ . বলেন, “যার একটিমাত্র কদম (আমল) সহীহ হয়েছে এবং তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছে তার জন্য সুসংবাদ ”।

একজন সৎপূর্বসূরী বলেছেন , “যার জীবনে একটিমাত্র মুহূর্ত (আমল) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেটেছে সে ব্যক্তি নাজাত পাবে ”।

আলী ইবন হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন মারা গেলেন তখন মদীনার শতশত ঘরের লোকজন তার জন্য কেঁদেছেন।

হামদুল ইবন আহমদ রহ . কে বলা হলো সালাফদের কথা আমাদের কথার চেয়ে কল্যাণকর ছিল কেন ? তিনি বলেন , “তারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি , নিজের নাজাত লাভ ও রহমানের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কথা বলতেন , আর আমরা নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি , দুনিয়া লাভ ও সৃষ্ট

মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কথা বলি”।
এক ব্যক্তি তামীম আদ-দারী রহ. কে তার রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন, “গভীর রাতে গোপনে এক রাক‘আত সালাত আদায় করা সারারাত সালাতের চেয়েও আমার কাছে উত্তম। অতঃপর তিনি একথা মানুষকে বলতেন”।
আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি নিজে বিখ্যাত হতে চায় সে কখনও প্রকৃত বান্দাহ হতে পারবে না”।
কোনো এক সালাফ বলেন, “আমি সব কাজে নিয়্যাত করতে পছন্দ করি। এমনকি আমার খাওয়া দাওয়া, পান করা, ঘুমানো ও বাথরুমে যাওয়া ইত্যাদি কাজে”।
হাসান রহ. বলেন, “লোকদের কাছে মেহমান থাকত, সে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করলে তার মেহমান তা জানত না। তারা বেশি বেশি দু‘আ করতেন কিন্তু তাদের আওয়াজ কেউ শুনতনা। এক ব্যক্তি একই বিছানায় তার স্ত্রীর সাথে রাতে ঘুমাতো, সারারাত সে আল্লাহর কাছে কাঁদত কিন্তু তার স্ত্রী তা বুঝতে পারত না”।
ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ রহ. বলেন, “মানুষের কারণে আমল বাদ দেওয়া রিয়া (লৌকিকতা), আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা শির্ক, এ দুটি থেকে আল্লাহ মুক্ত করলে তা হলো ইখলাস”।

ইমাম শাফে‘য়ী রহ. বলেন, “আমার আশা যে, লোকেরা আমার কিতাবসমূহ পড়ে ইলম অর্জন করুন তবে তা আমার দিকে নিসবত না করুক”। সুফইয়ান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে মারিয়া রবি‘ ইবন খুসাইম বলেছেন, “রবি‘ এর সব আমল গোপনীয় ছিল। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কেউ আসলে তিনি কাপড় দিয়ে তা ঢেকে রাখতেন”।
জুবাইর ইবন নুফাইর রহ. বলেন, “আমি আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে তার শেষ সালাত আদায়ের সময় শুনেছি যে, তিনি তাশাহহুদ শেষে নিফাক থেকে আল্লাহর কাছে বারবার পানাহ চাচ্ছেন। আমি বললাম হে আবূ দারদা আপনি ও নিফাক থেকে পানাহ চাচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমার কথা বাদ দাও। আল্লাহর কসম মানুষ শেষ মুহুর্তেও দীন থেকে ঘুরে যেতে পারে ফলে সে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে”।
বিশর আল-হাফী রহ. বলেন, “দীনের বিনিময়ে দুনিয়ার কিছু চাওয়ার চেয়ে বাঁশি বাজিয়ে দুনিয়ার কিছু চাওয়া আমার কাছে উত্তম”।
ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর রহ. বলেন, “তোমরা নিয়্যাত শিক্ষা কর। কেননা তা আমলের চেয়েও অধিক জরুরী”।
ইবন কাইয়্যেম রহ. বলেছেন, সৎকাজে ধৈর্য ধারণ তিন ধরণের:
১- সৎকাজের পূর্বে ধৈর্য ধারণ।
২- সৎকাজে ধৈর্য ধারণ।

৩- সৎকাজের পরে ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ চাওয়া, অহমিকা ত্যাগ করা ও লৌকিকতা ছেড়ে দেওয়া।
ইবন ‘আকীল রহ. বলেন, “আবূ ইসহাক ফাইরুযবাদী গরিবকে কিছু দান করার আগে নিয়্যাত করতেন। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আল্লাহর সাহায্য চাইতেন ও মানুষের কাছে সাজিয়ে ও রঙ্গিয়ে কিছু বলা ছাড়াই সঠিক রায়ের জন্য ইখলাস কামনা করতেন। দু’রাক‘আত সালাত আদায় করা ব্যতীত তিনি কোন মাসয়ালা লেখেন নি। ফলে তার ইখলাসের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় তার গ্রন্থাদি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে”।

20

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীতি
রহ. এর নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবদের বংশতালিকা তন্মধ্যে অন্যতম। এ বইটি তিনি অপ্রাপ্ত বয়সে লিখেছিলেন। বইয়ের শুরুতে তিনি লিখেছেন: বনী ‘আদনানের বংশ, একে আমি “খালিসুজ জুমান” নামকরণ করেছি। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তিনি এ কবিতাকে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। কারণ তিনি এটিকে আত্মীয়দের উপরে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য রচনা করেছিলেন। তার কতিপয় উস্তাদ তাঁকে এ কাজের জন্য ভৎর্সনা করেন, তারা বলেছিলেন, তোমার নিয়্যাত পরিবর্তন ও বিশুদ্ধ করলেই হত”।

20 বাদায়ে‘উল ফাওয়ায়েদ ৩/১৪৯।

আবূ বকর যায়েদ তার (মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীতি রহ.) সম্পর্কে বলেছিলেন, “এ যুগে যদি কাউকে শাইখ বলা হয় তবে তিনিই হবেন তা”। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইয়ুব আসসাখতিয়ানী রহ. বলেছেন, “সব কাজের মধ্যে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার”।
‘উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ মূসা আশ‘য়ারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে লিখেছেন, “যে ব্যক্তি নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করবে তার ও মানুষের মাঝে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন”। কবির ভাষায়:
“যে মু’মিনের প্রকাশ্য ও গোপনীয় উভয়টাই সমান হবে, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সফলকাম হবে, আর তখন তার প্রশংসা করা হবে। আর যার প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড গোপনীয়তার বিপরীত হবে, সে সৌভাগ্যবান হবে না; যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করে”।
ইমাম শাফে‘য়ী রহ. বলেছেন, “আমার ইচ্ছা
হয় যে, মানুষ আমার লিখিত কিতাবসমূহ পড়ে ইলম অর্জন করুক তবে তারা যেন এগুলো আমার দিকে নিসতব না করে অর্থাৎ আমার নাম উল্লেখ না করে”।
তিনি আরো বলেন, “আমি কখনও কারো উপর জয়লাভ করতে বিতর্ক করিনি, একমাত্র সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই তর্ক বিতর্ক করেছি”। তিনি আরো বলেন, “আমি যখন কারো সাথে
কথা বলেছি তখন তাকে সংশোধন ও সত্যের

ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছি, আর আশা করেছি যে, তার উপর আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাযত থাকুক”।
ইমাম শাফে‘য়ী রহ. এর এসব কথা মুখলিসীনদের ইখলাসের কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহদের আলামত হলো তারা নিজেদের জন্য কোনো আমল করতেন না, বরং তাদের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর তারা সর্বদা সত্য শিক্ষা দেওয়া ও প্রকাশ করতে ব্রত ছিলেন। কারো সাথে সংলাপ করলে তাতে বিজয়ের মানসিকতা ছিল না, বরং সত্য প্রকাশই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা সর্বদা আশা করতেন যে, আল্লাহ যেন আলোচনার মাধ্যমে হককে প্রকাশ করে দেন।
আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে মানুষের অন্তর থেকে সব সম্মান ও মর্যাদাও যদি শেষ হয়ে যায় তাতে মুখলিস ব্যক্তি কোনো পরোয়া করেন না। আর তারা তাদের সামান্য আমলও মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন না।

21

ইখলাস সম্পর্কে কিছু সতর্কতা:
১- আখেরাতের প্রতিদানের আশা করা: কিছু লোক ইবাদত বন্দেগীতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের ব্যাপারে এতই বাড়াবাড়ি করেন যে, তারা মনে করেন আল্লাহ সালেহীন বান্দাহদেরকে পরোকালের যে সব

21 মাকাসিদুল মুকাল্লিফীন, আশকার, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৪।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠ [الانبياء: ٩٠]

[illegible]

[illegible]

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ [الفرقان: ٦٥]

“[illegible], ‘[illegible], [illegible]”। [[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿ وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥ وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٨٦ وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ ٨٧ يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ٨٩ ﴾ [الشعراء: ٨٥، ٨٩]

“[illegible]’। [illegible]; [illegible]’। [illegible]’। [illegible]-[illegible] । [illegible]-[illegible] [illegible]’। [illegible]”। [[illegible]-[illegible]‘[illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible]-[illegible],

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ٢٦ ﴾ [المطففين: ٢٦]

“[illegible] । [illegible]”। [[illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible], [illegible] । [illegible]

[illegible][22]

[illegible]

[illegible]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»

[illegible][23]

[illegible]

فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ

[22] [illegible]

[23] [illegible]

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে সে যেন আল্লাহর গোপনীয়তায় নিজেকে গোপন রাখে”।

24

৩- রিয়া তথা লোকদেখানো ভয়ে ভালো কাজ ছেড়ে দেওয়া। কেননা এটা শয়তানের ষড়যন্ত্র। ইবরাহীম নাখ‘য়ী রহ. বলেছেন, “যখন তুমি সালাতে থাকো তখন শয়তান এসে বলে তুমি তো মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত পড়ছ, তখন তুমি সালাত আরো দীর্ঘ করো”।
৪- আবেদ বান্দাহকে দেখে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ জন্মানো। ইমাম মাকদিসী রহ. বলেন, “কেউ অধিক ইবাদতকারীর সাথে রাত্রি যাপন করলে তার অল্প ইবাদত করার অভ্যাস থাকলে সে যদি উক্ত ব্যক্তির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বেশি সালাত ও সাওম পালন করে তবে কেউ হয়ত ভাবতে পারে এটা রিয়া তথা লৌকিকতা। আসলে ব্যাপারটা মোটেও এরূপ নয়। বরং এতে ফায়েদা আছে। মূলত সব মু’মিনই আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন বাধা- বিপত্তি ও অলসতার কারণে সম্ভব হয়ে উঠে না, তখন অন্যের কারণে সে অলসতা দূর হয়ে যায়”।

25

নিজেকে ইখলাস থেকে নিরাশ মনে করা উচিত নয়, যেমন বলা যে, এটা শক্তিশালী মুখলিস বান্দাই করতে সক্ষম, আমি তাদের তুলনায় কোথায়? এতে ইখলাস অর্জনে সে চেষ্টা ছেড়ে

24 মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১২। সুনানে সগীর লিলবাইহাকী, হাদীস নং ২৭১৯।
25 মিনহাজুল ক্বাসেদীন, পৃষ্ঠা ২৩৪।

[illegible][26]

[illegible]- [illegible]:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ "

[illegible][27]

[illegible]- [illegible]

[26] [illegible]

[27] [illegible]

রাখা হলো ইখলাস ”।[28] ইমাম নাওয়াবী রহ. এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, তার কথার উদ্দেশ্য হলো কেউ কোনো ইবাদত করার ইচ্ছা পোষণ করলে লৌকিকতার ভয়ে তা ছেড়ে দিলে রিয়া হিসেবে গণ্য হবে, কেননা মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দিলে নফল আমল হলে হয়ত সে নির্জনে সালাত আদায় করবে, আর তা মুস্তাহাবও বটে, কিন্তু ফরয সালাত হলে অথবা ফরয যাকাত হলে বা উক্ত ব্যক্তি এমন বিজ্ঞ আলেম হলে যাকে মানুষ অনুসরণ করে, এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্যে ইবাদত করাই উত্তম।[29]

৭- ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল ইবাদত গোপনভাবে করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা, কিন্তু মানুষ যদি জেনে যায় তবে বুঝতে হবে আল্লাহ তা ‘আলা তার ইবাদতের সৌন্দর্য মানুষের মাঝে প্রকাশ করেছেন, তখন মানুষের প্রশংসা ও সম্মানের আশা না করে আল্লাহর এ সুন্দর কাজে খুশি হওয়া এবং আল্লাহ তার গুনাহ গোপন করায় আনন্দিত হওয়া প্রয়োজন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»

আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করা হল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন,

---

[28] কিতাবুল ইখলাস, পৃষ্ঠা ২৫-২৭, সংক্ষেপিত।
[29] শরহে আরবা‘উন, পৃষ্ঠা ১১।

এতো মুমিন ব্যক্তির জন্য তা আগাম সুসংবাদ (এতে কাজটি কবুল হওয়ার লক্ষণ বুঝা যায়)।[30]

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, যে ব্যক্তির নিয়মিত দুহা (চাশত) এর সালাত বা তাহাজ্জুদ বা অন্য সালাতের অভ্যাস আছে সে যেখানেই থাকুক সে সালাত পড়ে নিবে। লোক দেখানো ও ইখলাসের পরিপন্থী না হলে শুধুমাত্র মানুষের মাঝে থাকার তারা তার এ গোপন ইবাদতের কথা জেনে যাবে এ কথা ভেবে উক্ত ইবাদত বাদ দেওয়া উচিত নয়।

তিনি আরো বলেন, কেউ শুধুমাত্র রিয়ার ধারণা করে জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করলে তা নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না:

১- কোনো জায়েয কাজ শুধুমাত্র রিয়ার ভয়ে বাদ দেওয়া যাবে না, বরং তা ইখলাসের সাথে করতে আদেশ দেওয়া হবে।

২- শরি‘আত যা নিষেধ করেছে শুধু তাই নিষেধ করা যাবে।

«إِنِّي لَمْ أُومَـــرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُـــوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُـــقَّ بُطُونَهُمْ»

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয় নি”।[31]

৩- এভাবে করতে অনুমতি দিলে শির্ক ও বাতিলপন্থীরা দীনদার ও সৎ লোকের শরি‘আতসিদ্ধ ভালো কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

---

[30] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪২।

[31] বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫১, মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪।

যখনই তারা কোনো জায়েয কাজ দেখবে তখন তারা বলে বেড়াবে ‘এটা লোক দেখানোর জন্য করা হচ্ছে’। ফলে হকপন্থীরা জায়েয কাজটি প্রকাশ পেয়ে যাবে এ ভয়ে ছেড়ে দিবে। এভাবে ভালো কাজ বাদ পড়ে যাবে।

৪- তাছাড়া এটা মুনাফিকের চরিত্র। তাদের অভ্যাস হলো, যারা ভালো কাজ প্রকাশ্যভাবে করে তাদেরকে দোষারোপ করা।

﴿ ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩ ﴾ [التوبة: ٧٩]

“যারা দোষারোপ করে সদাকার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাদানকারীদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব”। [আত্-তাওবা : ৭৯]

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন রহ. বলেন, ইবাদত নষ্টকারী হিসেবে রিয়া দু’প্রকার:

প্রথমত: যেটা মূল ইবাদতের মধ্যে হবে। এ ধরণের হলে তার আমল বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয়ত: যা কোনো কারণবশত ইবাদতের মধ্যে পাওয়া গেছে। এ ধরণের রিয়া আবার দু’প্রকার:

প্রথম: রিয়াটি দূর করা হবে। এতে কোনো ক্ষতি হবে না।

দ্বিতীয়: রিয়াটি ইবাদতের সঙ্গে থাকবে। রিয়াটি যদি ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা আবার দু’প্রকার:
প্রথমটি: যে সব ইবাদতের শেষ অবস্থা শুরু অবস্থার উপর নির্ভরশীল, যেমন সালাত। তাহলে উক্ত ইবাদতটি বাতিল বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়ত: ইবাদতের শেষ অবস্থা যদি শুরুর উপর নির্ভরশীল না হয়, বরং স্বতন্ত্র, যেমন সাদাকা। এক্ষেত্রে যেটি ইখলাসের সাথে করা হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যেটি ইখলাস ছাড়া শির্কের সাথে করা হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

32

ইখলাস সম্পর্কিত কিছু সূক্ষ্ম বিষয়: রিয়া দু’প্রকার। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।
প্রকাশ্য রিয়া হলো যা সরাসরি আমলটির প্রেরণা যোগায় ও যে কারণে কাজটি করা হয়। আর অপ্রকাশ্য রিয়া হলো যে কারণে আমলটি করা হয় না, বরং সে আমলটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় কিন্তু তাতে রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে, তা আমলটিকে হালকা করে দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির তাহাজ্জুদ সালাতের অভ্যাস আছে, তবে তা মাঝে মাঝে তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় যদি তার কাছে কোনো মেহমান আসে এবং এতে তার উৎসাহ বাড়ে এবং কাজটি করা সহজ হয়ে দেখা দেয় তবে

32 দেখুন, আল কাওলুল মুফিদ ফি কিতাবিত তাওহীদ।

বুঝতে হবে সেটি রিয়া খফি বা অপ্রকাশ্য রিয়া।
এর চেয়েও খফি রিয়া আছে যা আমল ও সহজ হওয়ার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। এর উৎকৃষ্ট আলামত হলো মানুষ কাজটি জানলে সে আনন্দিত হয়। কিছু মুখলিস আবেদ আছেন যারা আমলের ক্ষেত্রে রিয়া করেন না, বরং রিয়া অপছন্দ করেন, কিন্তু মানুষ তাদের আমলটি জানলে তারা খুশি হন। এতে করে অন্তর থেকে ইবাদতের তীব্রতা কমে যায়। এ ধরণের খুশি রিয়া খফির অন্তর্ভুক্ত। আর রিয়া হলো মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

33

রিয়ার কিছু সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্য দিক: ইখলাসের অভাবে মানুষের অনেক ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। এটা হয়ত রিয়া, সুনাম সুখ্যাতি, অহমিকা ইত্যাদির কারণে হতে পারে। রিয়া হলো লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা, যাতে লোক তার প্রশংসা করে এবং সে এর দ্বারা নিজের বড়ত্ব, প্রশংসা, আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি প্রকাশ করেন।
সুম‘আ বলতে বুঝায় মানুষের সুনাম সুখ্যাতি শোনার জন্য ইবাদত করা। অতএব রিয়া মানুষের চোখের সাথে সম্পৃক্ত আর সুম‘আ শ্রবণের সাথে সম্পৃক্ত।
আর ‘উজব তথা অহমিকা বিষয়টি রিয়ার কাছাকাছি। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যে বলেছেন, রিয়া হলো

33 ফাওয়ায়েদুল আহকাম, ১/১৪৭।

সৃষ্টি জগতের সাথে শির্ক করা আর ‘উজব হলো নিজের নফসের সাথে শির্ক করা।

34

রিয়ার তিনটি সূক্ষ্ম দিক:
প্রথমত: আবু হামেদ গাযালী রহ. খফি রিয়া সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন, এর চেয়েও খফি কিছু রিয়া আছে যা ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করতে চান না এমনকি তার আনুগত্য প্রকাশেও খুশি হন না, তবে মানুষ তার সাথে মিলিত হলে তিনি চান যে, তারা প্রথমে সালাম করুক বা মানুষ তার সাথে হাসি খুশি ও সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ করুক, তার প্রশংসা করুক বা তারা তার প্রয়োজন দূর করুক অর্থাৎ তার অবস্থা এমন যে, তিনি সুপ্তভাবে তাদের আনুগত্যে ও সম্মান কামনা করেন। অথচ সে এরূপ না করলেও মানুষ তাকে যথাযথ সম্মান করত।

35

দ্বিতীয়ত: ইখলাসকে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য যথা প্রজ্ঞা, সম্মান, পার্থিব ধন সম্পদ ইত্যাদি হাসিলের মাধ্যম বানানো। তৃতীয়ত: ইবন রজব রহ. বলেছেন, মানুষের মাঝে কেউ নিজেকে দোষারোপ করে; যাতে মানুষ তার বিনয় নম্রতা দেখে তাকে আরো সম্মান ও প্রশংসা করে। এটা খুব সূক্ষ্ম রিয়া। আমাদের সৎপূর্বসূরীরা এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। মুতাররিফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শিখখির রহ. বলেছেন, “মানুষের নিজের প্রশংসার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে লোকের

34 আল-ফাতাওয়া, ১০/২৭৭।
35 আল-ইহইয়া, ৩/৩০৫-৩০৬।

সামনে নিজের দোষারোপ করবে যেন সে এ নিন্দার দ্বারা নিজের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করল, আর এটা আল্লাহর কাছে খুবই বোকামী কাজ”।

36 বস্তুত আল্লাহর আনুগত্যের
উপর ধৈর্যধারণ করা তিন প্রকারের। আনুগত্য করার পূর্বে, আনুগত্য করার সময় ও আনুগত্য করার পরে ধৈর্যধারণ করা।
চতুর্থত: কখনও কেউ নিজে রিয়া করাকে অপছন্দ করে তবে অন্য কেউ তার আমলের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করে তখন তার অপছন্দতা লক্ষ্য করা যায় না বরং আনন্দ অনুভব করে এবং এতে ইবাদতের কিছু কষ্ট লাঘব হয় বলে তার মনে হয়। এটাও সুক্ষ্ন রিয়া

37

ইখলাস অর্জনের উপায়সমূহ:
১- বান্দাহ মনে প্রাণে ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাস করবে যে সে শুধু আল্লাহর দাস, আর দাস খিদমতের বিনিময়ে মনিবের কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে পারে না। যেহেতু সে দাসত্বের কারণে মনিবের খিদমত করবে। অতএব মনিবের কাছে যে প্রতিদান ও সাওয়াব পায় তা শুধু তার অনুগ্রহ, দয়া ও ইহসান। কোন কিছুর বিনিময় বা প্রতিদান নয়।
২- বান্দাহর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও তাওফিক সর্বদা লক্ষ্য করা, একথা ভাবা যে এ সব কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার নিজের

36 কিতাবুল ইখলাস ওয়াশশির্ক, ডঃ আব্দুল আযীয আব্দুল লতিফ, পৃষ্ঠা ৪৬।
37 আল-ইখলাস, আল-‘আওয়ায়িশাহ, পৃষ্ঠা ৭১।

[illegible]

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَـالَتْ: سَـأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُـهُ الشَّـيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»

[illegible][38]

[illegible]?[39]

[illegible]

[38] [illegible]

[39] [illegible]

৪- আল্লাহর ক্রোধ ও আযাবের ভয় যখন বান্দাহর অন্তরে থাকবে তখন সে রিয়া থেকে বিরত থাকবে।
৫- গোপনে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা, যেমন: তাহাজ্জুদের সালাত, গোপনে দান সদকা করা ও আল্লাহর ভয়ে নির্জনে কাঁদা।
৬- আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব মনে বাস্তবায়ন করা। আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ) ও আল্লাহর সিফাত যেমন: ‘আলীউল ‘আযীম, ‘আলীম, রাযযাক, খালিক ইত্যাদি নামসমূহের দ্বারা আল্লাহর তাওহীদ ও ‘উবুদিয়াত বাস্তবায়ন করা।
৭- সর্বদা একথা মনে রাখা যে, সে মহান আল্লাহর একমাত্র গোলাম।
৮- আল্লাহর সুন্দর জাতী ও গুণবাচক নামসমূহ জানা ও আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করা।
৯- মৃত্যু ও এর ভয়াবহতা স্মরণ করা।
১০- রিয়ামুক্ত ভাল মানুষের অনুসরণের মাধ্যমে রিয়াকে ত্যাগ করা।
১১- রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা। ১২- দু‘আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কাকুতি মিনতি পেশ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু‘আ ও কাকুতি মিনতি পেশ করতেন।
১৩- গভীর চিন্তা ও গবেষণাসহ কুরআন পড়া। ১৪- নফসের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকা। কেননা ইখলাস ও মানুষের প্রশংসা, লোভ লালসা ইত্যাদি অন্তরে একত্রিত হতে পারে না,

[illegible]

[illegible]

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ٤٢ ﴾ [الحجر: ٤٢]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]- [illegible]

[illegible]- [illegible]

[illegible]- [illegible]

[illegible]- [illegible],

قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُـوا هَذَا الشِّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ". فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَـاءَ اللـهُ أَنْ يَقُـولَ وَكَيْـفَ نَتَّقِيـهِ، وَهُـوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَـالَ: قُولُـوا: " اللهُمَّ إِنَّا نَعُـوذُ بِـكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ "

[illegible] ‘[illegible], “[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible]! [illegible]? [illegible], [illegible], [illegible]”[40]

[illegible]- [illegible], [illegible]

[illegible]- [illegible]

---

[40] [illegible], [illegible]

২২- ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত ইবাদত বন্দেগী করা এবং একে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

41

41 লেখাটি সউদী লেখিকা ক্বাযলা বিনতে মুহাম্মদ আল-কাহতানীর লেখা থেকে অনূদিত ও লেখক কর্তৃক সংকলিত।

সূচীপত্র

অন্তরের কাজের গুরুত্ব :	
ইখলাসের পরিচিত :	
ইসলামে ইখলাসের স্থান :	
স্বল্প আমল সত্বেও ইখলাসের কারণে তার সাওয়াব অনেকগুণ বৃদ্ধি পায় :	
ইখলাসের স্তরসমূহ :	
ইখলাসের ফায়েদা :	
সালাফে সালেহীন ও তাদের ইখলাস :	
ইখলাস সম্পর্কে কিছু সতর্কতা :	
কিছু কাজ লোক দেখানো বা শির্ক বলে মনে হয়, মূলত তা নয় :	
কিছু সূক্ষ্ম বিষয় :	
রিয়ার কিছু সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্য দিক:	
রিয়ার তিনটি সূক্ষ্ম দিক :	
ইখলাস কিভাবে অর্জিত হয় ?	